তারিখ ... 17 SEP 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

সংবাদ

শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হয়নি ৩৪ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি কোন সুপারিশ

রফিকুল ইসলাম মন্টু

৩৪ বছরেও চূড়ান্ত হয়নি জাতীয় শিক্ষানীতি, বাস্তবায়িত হয়নি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ। শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশও উপেক্ষিত। স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠিত হলেও শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটেনি।

দেশে বর্তমানে তিন মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট দেখা দিচ্ছে বলে শিক্ষাবিদরা দাবি করেন। এগুলো হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষা। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, এসব শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে দেশে প্রায় আড়াই কোটি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দেশের ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে বেসরকারিভাবে পরিচালিত ১৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩৮ লাখ শিক্ষার্থী। বেসরকারি সংগঠনগুলোর প্রায় ৫০ হাজার অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ১৫ লাখ ছেলেমেয়ে। দেশের ১৬ হাজার এবতেদায়ি মাদ্রাসায় আছে ১৬ হাজার শিক্ষার্থী। অন্যদিকে কিন্ডার গার্টেনগুলোয়ও অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে; কিন্তু সকল স্তরেই রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। এতে প্রাথমিক স্তর থেকেই সঙ্কট শুরু হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। পঞ্চম শ্রেণী না পেরোতেই ঝরে পড়ছে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। বিভিন্ন গবেষণা তথ্যে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিশু ভর্তির সংখ্যা বাড়লেও স্কুলে উপস্থিতির হার ৫০ শতাংশের বেশি নয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশনগুলোর অর্ধেকেরও বেশি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে বাস্তবায়ন : (পৃ: ১১ ক: ৭)

বাস্তবায়ন : হয়নি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ২০০০ সালে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি যে সুপারিশ রেখেছিল, তার পুরোটাই উপেক্ষিত রয়েছে।

সূত্র জানায়, ১৯৭৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত গঠিত ৫টি শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মোট ৭২টি সুপারিশ করেছিল। এ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি বাস্তবায়িত হলেও ৪০টি সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে কিছু সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদা এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বলে এ কমিশন 'খুদা কমিশন' হিসেবে পরিচিতি পায়। এ কমিশনের রিপোর্ট দিতে প্রায় ২ বছর লেগে যায়। বিভিন্ন পর্যালোচনা-বিশ্লেষণের পর খুদা কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসে একটি শিক্ষানীতি পেশ করে। খুদা কমিশনের রিপোর্টে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, দেশপ্রেম, মানবতা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব সংগঠন, সামাজিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়।

এ কমিশনের সুপারিশকৃত ৮টি সুপারিশের মধ্যে ৩টি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে, দু'টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৩টি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে এ কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় ১৯৯২ সালে। শিক্ষাকে ধাপে ধাপে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা, মেয়েদের জন্য আলাদা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো এ কমিশনের সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৭৯ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি ১৬টি সুপারিশ করেছিল; এর মধ্যে ৯টি বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত না হওয়া সুপারিশগুলোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর গঠন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৃথক বিভাগ সৃষ্টি, দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৬ সালে গঠিত হয় সংক্ষেপে জাতীয় শিক্ষা কমিশন। এ কমিশন ১২ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময় মাত্র ৪টি সুপারিশ সরকার বাস্তবায়ন করে। ৪টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি ৪টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত না হওয়া সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ২০০০ সালে গঠিত হয় আরেকটি কমিটি। শিক্ষার মান উন্নয়নে এ কমিটি উত্থাপন করেছিল ১৭টি সুপারিশ। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। আংশিক বাস্তবায়িত বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৪টি। বাকিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫টি কক্ষের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন, শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০২ সালে গঠন করে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি। এ কমিটির ১৯টি সুপারিশ ছিল। এগুলোর একটিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে আংশিক বাস্তবায়িত বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মাত্র ৫টি সুপারিশ। এগুলোর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য উপজেলা প্যানেল তৈরি উল্লেখযোগ্য। স • • •